বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের গবেষণা নীতিমালা

জুলাই ২০২৬

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের গবেষণা নীতিমালা

প্রথম অধ্যায়

১ প্রারম্ভিক

১.১ শিরোনাম

(ক) নীতিমালাটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের গবেষণা নীতিমালা ২০২৬ নামে অভিহিত হবে;

(খ) নীতিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হবে;

(গ) নীতিমালাটি শুধুমাত্র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১.২ সংজ্ঞা

এই নীতিমালার জন্য নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে:

(ক) "নীতিমালা" বলতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের গবেষণা নীতিমালা ২০২৬-কে বোঝাবে;

(খ) "গবেষণা কমিটি" বলতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) কর্তৃক গঠিত কমিটি;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" (Authority) বলতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED)-এর সচিব অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ঘ) "গবেষক" (Researcher) বলতে এই নীতিমালার অধীনে গবেষণার উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক মনোনীত কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গবেষণা দল বা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) "সেক্টর" (Sector) বলতে পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ (যেমন: অবকাঠামো, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি);

(চ) "এডিপি" (ADP) বলতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme)-কে বোঝাবে যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়;

(ছ) "প্লেজিয়ারিজম" (Plagiarism) বলতে গবেষণায় অন্যের তথ্য, উপাত্ত, ধারণা বা লেখনীকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান না করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা;

(জ) "সাদৃশ্য সূচক" (Similarity Index) বলতে বিশেষায়িত সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূল্যায়িত প্রতিবেদনের সেই অংশকে বোঝাবে যা বিদ্যমান অন্যান্য সাহিত্যের সাথে মিল বা সাদৃশ্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২ গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র

২.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম, জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক পরিবীক্ষণকে শক্তিশালী করা, যাতে সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।

এ গবেষণার মাধ্যমে উচ্চমানের গবেষণালব্ধ তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক (Evidence-based) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমসাময়িক নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি এবং সেক্টরভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হবে। পাশাপাশি সরকার ও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের জন্য সময়োপযোগী, বস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর ও বাস্তবমুখী Policy Input এবং সুপারিশ প্রদান করা হবে, যা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২.২ গবেষণার ক্ষেত্র

- ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বাণিজ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারী ও শিশু উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি খাতসমূহ;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি (Time and Cost Overrun);
- প্রকল্পের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সরকারি ক্রয়ে ডিজিটাইজেশন/ইলেকট্রনিক সিস্টেম (e-PMIS, e-GP, AI) ব্যবহারের প্রভাব নিরূপণ।

তৃতীয় অধ্যায়

৩ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি, গবেষকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৩.১ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো

সিনিয়র সচিব/সচিব, আইএমইডি	সভাপতি
অনুবিভাগ প্রধান (সকল), আইএমইডি	সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (BPPA)	সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (সামষ্টিক অর্থনীতি), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (০২ জন)	সদস্য
যুগ্ম সচিব (সমন্বয় ও এমআইএস অধিশাখা)	সদস্য-সচিব

৩.২ কমিটির কার্যপরিধি

(ক) গবেষণা ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ, প্রস্তাব আহ্বান, পর্যালোচনা ও প্রাথমিকভাবে বাছাই করা;
(খ) গবেষণা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন তদারকি ও সমন্বয় এবং অগ্রগতি মূল্যায়ন করা;
(গ) গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;
(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ প্রদান;
(ঙ) গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভের পর প্রতি তিন মাস অন্তর কমপক্ষে একটি সভার আয়োজন;
(চ) গবেষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর ১২৪ ও ১২৫ নং বিধি অনুসরণ করতে হবে;
(ছ) গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে **সংযোজনী-৩** এ উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ বিবেচনা করতে হবে।

৩.৩ গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়: গবেষককে সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বিশ্ববিদ্যালয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের/সমতুল্য/কর্মকর্তা/শিক্ষক/গবেষক হতে হবে;

(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিষয়ে পিএইচডি (PhD) ডিগ্রিধারী প্রাধান্য পাবেন। এছাড়া, স্বীকৃত কোনো আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৩.৪ গবেষকদের অযোগ্যতা

(ক) প্রচলিত কোনো আইনের আওতায় আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হন;
(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক চুরি বা নৈতিক অসততার কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হয়;
(গ) গবেষণার যে কোনো পর্যায়ে বা প্রতিবেদনে Plagiarism বা তথ্য জালিয়াতি প্রমাণিত হয়; (উক্ত গবেষক বা গবেষণা দলের সদস্যগণ গবেষণা কাজে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন);
(ঘ) ইতঃপূর্বে সম্পন্ন করেছেন বা চলমান আছে এমন কোনো মাস্টার্স বা পিএইচডি থিসিসের বিষয়বস্তু পুনরায় গবেষণা প্রস্তাব হিসেবে জমা প্রদান করা হয়;
(ঙ) চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে অপরাগতা প্রকাশ করা হলে পরবর্তী দুই অর্থবছরের জন্য কোনো গবেষণা প্রস্তাব দাখিলের সুযোগ হারাবেন;
(চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (যেমন: দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও) অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে গবেষণা কার্য বাতিল হবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষক কালো তালিকাভুক্ত হবেন;
(ছ) গবেষণা দলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা বা আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাৎক্ষণিকভাবে গবেষণার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত;
(জ) গবেষক সংশ্লিষ্ট সেক্টরের কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকলে এবং এর ফলে গবেষণার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি উক্ত গবেষণার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;
(ঝ) একজন গবেষক একই অর্থবছরে আইএমইডিতে সর্বোর্চ্চ দুইটি গবেষণা কাজে গবেষক হিসেবে যুক্ত থাকলে; ইত্যাদি।

৩.৫ গবেষণা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ:

সংযোজনী ১ এ বর্ণিত কাঠামো মোতাবেক দাখিল করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪ গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন

৪.১ গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (সচিব কর্তৃক মনোনীত), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
যুগ্মসচিব (সমন্বয় অনুবিভাগ), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
যুগ্মসচিব (বাজেট-১ অধিশাখা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
যুগ্মসচিব, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (BPPA) এর প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর প্রতিনিধি	সদস্য
পরিচালক (সমন্বয়), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই কমিটি সংযোজনী -২ এ বর্ণিত শর্তাবলি মোতাবেক প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়ন করবেন।

৪.২ গবেষণা কার্যক্রমের সময়সীমা ও শ্রেণি

(ক) গবেষণা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের মধ্যেই সম্পন্ন হতে হবে। আইএমইডি অর্থবছরের শুরুতে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করবে;

(খ) প্রয়োজনে অর্থবছরের যে কোন সময় গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা যাবে (গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করার সময় থাকা সাপেক্ষে);

(গ) গবেষণার শ্রেণির (বৃহৎ, মধ্যম, ক্ষুদ্র) উপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ সময়কাল নির্ধারণ করা হবে:

বৃহৎ: সর্বোর্চ্চ ৬ মাস হতে ৮ মাস

মধ্যম: সর্বোর্চ্চ ৪ মাস হতে ৬ মাস

ক্ষুদ্র: সর্বোর্চ্চ ১ মাস হতে ৩ মাস

(ঘ) গবেষণার শ্রেণি ও সময়কাল অনুযায়ী গবেষণার পর্যায়সমূহ (গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান ও চূড়ান্ত নির্বাচন, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ ও মধ্যবর্তী অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল, খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও সেমিনার আয়োজন, চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল ও প্রকাশনা) নির্ধারণ করা হবে;

(ঙ) প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ সময়সীমা পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে।

৪.৩ গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও গ্রহণ

(ক) গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক একটি মূল্যায়ন প্যানেল গঠন করতে হবে। প্রতিবছর ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু বিবেচনা করে চাহিদা মোতাবেক এই প্যানেলে সদস্য সংযোজন ও বিয়োজন করা যেতে পারে;

(খ) মূল্যায়ন প্যানেলের সদস্যকে সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বিশ্ববিদ্যালয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা অথবা শিক্ষক হতে হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণাকর্ম থাকলে মূল্যায়নকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

(গ) চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে। সেমিনারে প্রাপ্ত গঠনমূলক সমালোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.৪ গবেষণার ফলাফল ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত যেকোন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে:

(ক) সরাসরি অনুমোদন (Approval): যদি প্রতিবেদনটি উচ্চমানের এবং ত্রুটিমুক্ত হয়;

(খ) পরিমার্জনসহ অনুমোদন (Revision): পরিমার্জনের শর্তে অনুমোদনের ক্ষেত্রে গবেষককে সংশোধিত প্রতিবেদন পুনরায় জমা দিতে হবে; এবং

(গ) বাতিল (Rejection): যদি গবেষণাটি মানসম্মত না হয় বা মূল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সম্মানী

৫.১ গবেষণার শ্রেণিবিন্যাস

(ক) বৃহৎ গবেষণা: Action Research, Policy Research, Applied Research এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত;
(খ) মধ্যম গবেষণা: Applied Research, Experimental Research, Policy Research এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত;
(গ) ক্ষুদ্র গবেষণা: Basic Research এই শ্রেণির আওতাভুক্ত।

কর্তৃপক্ষ গবেষণার ব্যাপ্তি বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক পরিধি নির্ধারণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

৫.২ প্রাক্কলিত বাজেট বিভাজন

গবেষণা প্রস্তাবনায় বাজেটের বিভিন্ন খাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সাধারণ কাঠামো অনুযায়ী বাজেট বিভাজন নিম্নরূপ হতে পারে:

(ক) গবেষকের সম্মানী: মঞ্জুরিকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষক/সহকারী গবেষকের সম্মানী হিসেবে বরাদ্দ রাখা যাবে;
(খ) তথ্য সংগ্রহ: উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ (TA/DA), তথ্য সংগ্রহকারীদের সম্মানী, case-study, সাক্ষাৎকার বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) বা Key Informant interview (KII) আয়োজন, প্রয়োজনীয় স্টেশনারি ও পুস্তক ক্রয় বাবদ মঞ্জুরিকৃত অর্থের ২৫ % বরাদ্দ রাখা যাবে;
(গ) তথ্য বিশ্লেষণ: ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের পারিশ্রমিক, উপাত্ত বিশ্লেষণে সফটওয়্যার ক্রয়/ব্যবহার বাবদ মঞ্জুরিকৃত অর্থের ১৫% বরাদ্দ রাখা যাবে;
(ঘ) প্রতিবেদন প্রণয়ন: খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মুদ্রণ, ফটোকপি, বাঁধাই, সিডি প্রিন্ট ইত্যাদি খাতে মঞ্জুরিকৃত অর্থের ৮% বরাদ্দ রাখা যাবে;
(ঙ) বিবিধ ব্যয়: অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের জন্য মোট বাজেটের ২ শতাংশের বেশি নয় এমন একটি অংশ রাখা যেতে পারে।

৫.৩ অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া ও কিস্তি

গবেষণার কাজের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনটি কিস্তিতে অর্থছাড় করা যেতে পারে:

(ক) প্রথম কিস্তি (অগ্রিম): গবেষণা পরিকল্পনা দাখিল সাপেক্ষে অনুমোদিত বাজেটের ২৫ শতাংশ বা কোনো ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ অর্থ অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে;
(খ) দ্বিতীয় কিস্তি: গবেষণার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হলে মধ্যবর্তী প্রতিবেদন (Mid-term Report) গ্রহণপূর্বক এবং ১ম কিস্তির অগ্রিম সমন্বয়পূর্বক বাজেটের ৫০ শতাংশ অর্থ ছাড় করা হবে;
(গ) তৃতীয় তথা চূড়ান্ত কিস্তি: চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল, সেমিনারে উপস্থাপন এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

গবেষণা ব্যয় সংক্রান্ত সকল বিল-ভাউচার সমন্বয়ের সুবিধার্থে গবেষক কর্তৃক যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।

৫.৪ আর্থিক স্বচ্ছতা ও বিবিধ

(ক) সকল সম্মানী ও বিল প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য আয়কর (Income Tax) এবং ভ্যাট (VAT) কর্তন করা হবে;
(খ) ব্যয়কৃত অর্থের বিপরীতে বিল, ভাউচার ও রসিদ আইএমইডি-এর সমন্বয় অনুবিভাগে দাখিল করতে হবে এবং অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় আপত্তির দায়ভার গবেষক দলকে বহন করতে হবে;
(গ) গবেষণা সম্পন্ন হওয়ার পর বাজেটের কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৫.৫ সম্মানী প্রদানের উৎস ও শর্তাবলি:

(ক) গবেষণা প্রস্তাবনা ও প্রতিবেদন মূল্যায়নকারীদের সম্মানি প্রদানের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ ও অর্থবিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে;

(খ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি, গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই কমিটি ও মূল্যায়নকারীদের যাবতীয় সম্মানী আইএমইডি'র গবেষণা খাত থেকে বিধি মোতাবেক পরিশোধ করা হবে;

(গ) সম্মানী প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য আয়কর (Income Tax) এবং ভ্যাট (VAT) কর্তন করা হবে;

(ঘ) মূল্যায়নকারীদের তালিকা, সংখ্যা এবং তাদের সম্মানীর হার গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হতে হবে।

৫.৬ বিবিধ ব্যয়: গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় আইএমইডি'র গবেষণা খাত থেকে সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে নির্বাহ করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬ বিবিধ

৬.১ নৈতিকতা ও তথ্যের গোপনীয়তা

গবেষকগণকে গবেষণার সময় তথ্যদাতার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'Ethical Issues' নিশ্চিত করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো মন্তব্য বা উপাত্ত প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাবে না।

৬.২ প্রতিবেদন প্রকাশ ও স্বত্বাধিকার

(ক) চূড়ান্ত প্রতিবেদনের যাবতীয় স্বত্ব আইএমইডি'র নিকট ন্যস্ত থাকবে;

(খ) গবেষণালব্ধ ফলাফল আইএমইডি'র ওয়েবসাইট-এ সংরক্ষণ করা হবে।

৬.৩ এই নীতিমালার কোনো ধারার ব্যাখ্যা বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশক্রমে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সংযোজনী-১

গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো ও অনুষঙ্গ

(ক) শিরোনাম ও কভার পেজ (Title and Cover Page): গবেষণার শিরোনামটি হতে হবে সুনির্দিষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং গবেষণার মূল বিষয়ের সাথে অর্থবোধক। এতে প্রস্তাবিত গবেষণার সেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের উল্লেখ থাকতে হবে। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রচ্ছদ (cover page) অনুমোদিত হতে হবে;

(খ) গবেষণা সারসংক্ষেপ (Abstract): সারসংক্ষেপ (Abstract) অংশে ৩০০-৫০০ শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে গবেষণার মূল সমস্যা, লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং ফলাফল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপন করতে হবে;

(গ) সূচিপত্র (Table of Contents): গবেষণা প্রতিবেদনের একটি সুবিন্যস্ত অধ্যায়ভিত্তিক সূচিপত্র (Table of Contents) উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) List of Tables: গবেষণা প্রতিবেদনের ব্যবহৃত তথ্য ছক, গ্রাফসমূহ তালিকা আকারে উপস্থাপন করতে হবে;

(ঙ) শব্দকোষ ও সংজ্ঞা (Glossary and Definitions): তথ্যগত অস্পষ্টতা দূর করতে এবং গবেষণা প্রতিবেদনের উপযোগিতা নিশ্চিত করতে গবেষণায় ব্যবহৃত কারিগরি ও সংক্ষিপ্তরূপ (Abbreviation) -এর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে;

(চ) ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট (Introduction and Background): গবেষণার পটভূমি এবং কেন এই নির্দিষ্ট সেক্টরের প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করতে হবে;

(ছ) সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও গবেষণার প্রশ্ন (Problem Statement and Research Questions): গবেষক ঠিক কোন সমস্যাটি চিহ্নিত করতে চাইছেন, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে । এর ভিত্তিতে এক বা একাধিক গবেষণার প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে যা গবেষণার দিকনির্দেশনা প্রদান করবে;

(জ) গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Research): বিদ্যমান বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং এর মাধ্যমে আইএমইডি বা নীতিনির্ধারকগণ কীভাবে উপকৃত হবেন, তার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক যুক্তি প্রদান করতে হবে;

(ঝ) গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study): গবেষণার একটি সাধারণ উদ্দেশ্য এবং কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে। উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই নিরূপণযোগ্য (Definable) এবং অর্জনযোগ্য হতে হবে;

(ঞ) গবেষণার পরিধি (Scope and Delimitation): গবেষণাটি কোন ভৌগোলিক এলাকার ওপর পরিচালিত হবে, এর আওতা কি হবে এবং সীমাবদ্ধতা কী, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(ট) তথ্য পর্যালোচনা (Literature Review): সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু মোতাবেক বর্তমানে কি পরিমাণ গবেষণা হয়েছে, গবেষণায় কি কি ফলাফল পাওয়া গিয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্যাপ্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(ঠ) ধারণাগত রূপরেখা (Conceptual Framework): গবেষণার সমস্যা, উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-মতবাদসমূহ চিহ্নিত করে একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা Conceptual Framework আকারে উপস্থাপন করতে হবে;

(ড) গবেষণা পদ্ধতি (Methodology): এটি প্রস্তাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশদভাবে থাকতে হবে:

১) গবেষণা নকশা (Research Design): কোন ধরনের গবেষণা তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে, প্রয়োজনে একটি ফ্লো-চার্ট প্রদান করতে হবে;

২) তথ্য সংগ্রহের উৎস ও পদ্ধতি: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল (যেমন: জরিপ, সাক্ষাৎকার, বা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন)।

৩) নমুনায়ন (Sampling): Population, Sampling, Sample size determination, Sample frame, Sampling Procedure উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা (Data Analysis Plan): সংগৃহীত তথ্যগুলো কোন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হবে সে বিষয়ে রূপরেখা দিতে হবে;

(ণ) প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Outcomes/Results): গবেষণা শেষে কী ধরনের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে এবং তা প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কীভাবে সহায়ক হবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে হবে;

(ত) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time-bound Action Plan): গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মকাণ্ডসমূহের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা বা Gantt Chart প্রদান করতে হবে;

(থ) বাজেট বিভাজন প্রস্তাবনা (Proposed Budget Breakdown): গবেষণার বিভিন্ন খাত অনুযায়ী (যেমন: সম্মানি, মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ, উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন মুদ্রণ) বিস্তারিত বাজেটে উল্লেখ করতে হবে;

(দ) রেফারেন্স তালিকা ও জীবনবৃত্তান্ত (References and CV): প্রস্তাবনাটি তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তথ্য-উৎসসমূহের তালিকা (APA স্টাইলে) এবং গবেষক দলের সকল সদস্যের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবে।

সংযোজনী -২

১. গবেষণা প্রস্তাবনা অনুমোদনের শর্তাবলি

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন: প্রস্তাবনাটি একটি যাচাই-বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই করা হবে। অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটিকে মোট নম্বরের (যেমন: ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে) কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে;

(খ) সেমিনার উপস্থাপনা: মূল্যায়ন প্যানেল কর্তৃক সন্তোষজনক মূল্যায়নের পর প্রস্তাবটি একটি অভ্যন্তরীণ সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে এবং সুপারিশকৃত পরিমার্জন সম্পন্ন করার পরই কেবল তা চূড়ান্ত অনুমোদনের যোগ্য হবে;

(গ) বাজেট সামঞ্জস্য: প্রস্তাবিত বাজেট অবশ্যই সরকারি আর্থিক বিধিমালা এবং অনুমোদিত 'প্রাক্কলিত বাজেট' সীমার মধ্যে হতে হবে;

(ঘ) অফিস আদেশ: সকল শর্ত পূরণসাপেক্ষে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সম্মতির পর অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে অনুমোদন কার্যকর হবে।

২. গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন কাঠামো (মোট নম্বর: ১০০)

১ম অংশ: প্রাসঙ্গিকতা ও কৌশলগত উপযোগিতা - ৪০ নম্বর

(ক) আইএমইডির কার্যপরিধি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) সাথে সংগতি: ২০ নম্বর (গবেষণাটি প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কতটুকু সহায়ক);

(খ) জাতীয় সুশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন: ২০ নম্বর (প্রস্তাবিত গবেষণাটি সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সুশাসন নিশ্চিতকরণে কী ভূমিকা রাখবে);

২য় অংশ: প্রস্তাবনার কাঠামো ও প্রযুক্তিগত মান - ৬০ নম্বর

(ক) গবেষণার সমস্যা ও গুরুত্ব (Nature and Importance of the Problem): ১৫ নম্বর (গবেষক সমস্যার ক্ষেত্রটি কতটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর গুরুত্ব কতটুকু);

(খ) গবেষণার প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা (Articulation of Research Questions/Objectives): ১৫ নম্বর (গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো সুনির্দিষ্ট (Specific) এবং পরিমাপযোগ্য (Measurable) কিনা);

(গ) গবেষণা পদ্ধতির সঠিকতা (Relevance and Strength of Methodology): ১৫ নম্বর (গবেষণা প্রশ্নের সাথে প্রস্তাবিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ);

(ঘ) প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ও রেফারেন্স (Literature Review and References): ১৫ নম্বর (সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর বিদ্যমান গবেষণার পর্যালোচনা এবং রেফারেন্সিং স্টাইল- APA ফরম্যাটের সঠিক ব্যবহার) ।

৩. মূল্যায়নের অতিরিক্ত শর্তাবলি

নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পরিচয় গোপন রেখে অন্তত দুইজন মূল্যায়নকারী (Reviewer) পৃথকভাবে নম্বর প্রদান করবেন এবং তাঁদের গড় নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত স্কোর নির্ধারিত হবে।

সংযোজনী -৩

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্যমূহ

প্রতিবেদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে:

(ক) গবেষণা ঘাটতি (Knowledge Gap) ও সমস্যার গভীরতা: গবেষণার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান তথ্যের অভাব কতটা নিপুণভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গবেষণার সমস্যাটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে কি না;

(খ) সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) এর প্রাসঙ্গিকতা: সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিদ্যমান গবেষণা বা প্রতিবেদনের পর্যালোচনা কতটা পর্যাপ্ত ও প্রাসঙ্গিক;

(গ) পদ্ধতিগত সক্ষমতা: গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহৃত পদ্ধতি (Methodology) কতটা শক্তিশালী এবং সংগৃহীত উপাত্তসমূহ সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি না;

(ঘ) ফলাফল ও সুপারিশের সামঞ্জস্য: গবেষণার লক্ষ্যসমূহ বিবেচনায় নিয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলের (Findings) ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবসম্মত এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জটিলতা নিরসনে কতটা উপযোগী;

(ঙ) ভাষাগত মান ও উপস্থাপনা: প্রতিবেদনের ভাষা প্রাঞ্জল, যৌক্তিক এবং একাডেমিক মানসম্পন্ন কি না;

(চ) প্রতিবেদন এর Reference তৈরিতে নির্দিষ্ট ফরমেট অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;

(ছ) সাদৃশ্য সূচক (Similarity Index): কোনো প্রতিবেদনের সাদৃশ্য সূচক (Similarity Index) ২০ শতাংশের বেশি কি না।